নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা

এপ্রিল ২০০৭

ব্যক্তি খাতে শিল্প প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন কর্ম সুযোগ তৈরী করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহ ও রাষ্ট্রায়ত্ত বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহের চলমান সংস্কার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সরকারী একটি উদ্যোগ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের ২৫৭.৬৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলারের প্রতিশ্রুত অর্থ সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের শিল্প প্রবৃদ্ধি ও ব্যাংক সমূহের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি (ইজিবিএমপি) ব্যক্তিগত খাতের সুদক্ষ আর্থিক ভূমিকার মাধ্যমে আরো অধিক কর্ম সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই খাতকে সহায়তা করছে।

২০০৪ সালে এই উদ্যোগ শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত খাতের ক্ষুদ্র শিল্প প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প তহবিল (এস ই এফ) গঠন করা হয়েছে এবং এ তহবিল থেকে ১৩৩৭ টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রায় এক বিলিয়ন টাকা বিতরন করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ২৫২৭ জনের কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আদমজী পাটকল সমূহকে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকায় রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৩৪,০০০ লোকের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই সংখ্যা ৭০,০০০ এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ইস্পাত মিলের স্থানে কর্ণফুলী রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকা স্থাপন করা হচ্ছে, যাতে করে ২৪,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং পুরোপুরি সম্পন্ন হবার পর এখানে পরবর্তীতে প্রায় ৫০,০০০ চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে ধারনা করা যায়।

উক্ত উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকা কর্তৃপক্ষ ও বিনিয়োগ বোর্ড বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরন, প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার ভিত্তিক কর্মসূচী সমূহের ক্ষেত্রে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা শক্তিশালী করেছে। বেপজা কাউন্সিলারগণ বর্তমানে নিরাপদ শ্রমিক পরিচালনা চর্চার অধিকারী এবং গতবছরের শ্রমিক অসন্তোষের সময়ে প্রয়োজনীয় সমঝোতার পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন।

শিল্প প্রবৃদ্ধি ও ব্যাংক সমূহের আধুনিকায়ন প্রকল্পটির (ইজিবিএমপি) স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহন স্কীমের আওতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া বা ব্যক্তিগত খাতে হস্তান্তরিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ২৭,০০০ চাকুরীচ্যুত শ্রমিক তাদর পাওনা বুঝে নিয়েছেন এবং এর সেফটি নেট কর্মসূচী অবসর গ্রহনকারী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ, পুণঃপ্রশিক্ষণ ও ঋন সুবিধা পাওয়ার জন্য সহায়তা করেছে। এর মাধ্যমে অবসরগ্রহনকারী শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের/সন্তানাদির বৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চাকুরী তথ্য ব্যাংকে রেজিস্ট্রীকৃত ১০৫৪ জন চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৮৫ জন বিকল্প চাকুরী পেয়েছেন এবং ৮১১ জন সন্তান সন্ততির জন্য শিক্ষা বৃত্তি পেয়েছে।

এই উদ্যোগের ব্যাংকসমূহের আধুনিকায়ন অংশটুকু কিছুটা ধীর গতিতে চলার পর শেষ পর্যন্ত গতিলাভ করেছে। রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে বেসরকারীকরন এর প্রক্রিয়া বর্তমানে প্রায় শেষের পর্যায়ে রয়েছে এবং সরকার ইতিমধ্যে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত বানিজ্যিক ব্যাংক, যেমন- সোনালী ব্যাংক, জনতা ও অগ্রনী ব্যাংককে করপরেশনে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। এই উদ্যোগের আওতায় সরকারের একটি নতুন রাষ্ট্রীয় বানিজ্যিক ব্যাংক (এনসিবি) পুনর্গঠন পরিকল্পনায় অর্থায়ন করা হবে।